

# রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ (১০ম হিজরি)

ENGLISH EDITION

১০ম হিজরি সন তথা ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ হজ্জ করেন। যা বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত। উক্ত হজ্জ লক্ষাধিক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। এত বিপুল সংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতিতে হজ্জ উপলক্ষে তিনি আরাফারদিনসহ বিভিন্নদিন যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন ঐ ভাষণকে বিদায় হজ্জের ভাষণ বলা হয়ে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল একজন শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন শেষনবী, বিশ্বনবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃঢ় আশংকা ছিল যে, উক্ত হজ্জ তাঁর জীবনের সর্বশেষ হজ্জ ও সর্বশেষ বিশ্ব সম্মেলন। সে কারণে **বিদায় হজ্জের ভাষণে ছিল ক্রিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য স্থায়ী দিক নির্দেশনা।** আগের বছর (৯ম হিজরিতে) মক্কার পুণ্যভূমিতে হজ্জের সময় মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে মুশরিকমুক্ত পরিবেশে তিনি উক্ত হজ্জ করেন এবং এই হজ্জ অনুষ্ঠানের আমীর ও প্রশিক্ষক ছিলেন তিনি নিজে।

এই হজ্জ আরাফাতের ময়দানে ও মিনায় বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি বিষয়ে তিনি সকল উম্মতকে সতর্ক করেন। এটি কেবল শুধুমাত্র সতর্কবাণী নয় বরং তা মুসলিম উম্মাহসহ বিশ্ব মানবতার জন্য হেদায়াতের চিরন্তন আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

**আরাফার দিনের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন-**

১) 'হে জনগণ! আল্লাহর শপথ, আমি জানি না আজকের পরে আর কোনদিন তোমাদের সঙ্গে এই স্থানে মিলিত হ'তে পারব কি-না। অতএব আল্লাহ রহম করুন ঐ ব্যক্তির উপরে যে ব্যক্তি আজকে আমার কথা শুনবে ও তা স্মরণ রাখবে। কেননা অনেক জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয় (সে অন্যের নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়) এবং অনেক জ্ঞানের বাহক তার চাইতে অধিকতর জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়।

২] জেনে রেখ- নিশ্চয়ই তোমাদের মাল-সম্পদ ও তোমাদের রক্ত তোমাদের পরস্পরের উপরে হারাম, যেমন আজকের এই দিন, এই মাস, এই শহর তোমাদের জন্য হারাম' (অর্থাৎ এর সম্মান বিনষ্ট করা হারাম)।

৩] জেনে রেখ তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খিয়ানত করে না। তা হচ্ছে  
(i) আল্লাহর উদ্দেশ্যে এখলাছ বা খাঁটি নিয়তের সাথে কাজ করা।  
(ii) শাসকদের (মুসলিম রাষ্ট্রের) জন্য কল্যাণ কামনা করা এবং  
(iii) মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাদের দো'আ তাদেরকে পিছন থেকে (শয়তানের প্রতারণা হ'তে) রক্ষা।

**এদিন সূর্য তলে যাওয়ার পর তিনি বলেন,**

৪] 'শুনে রাখ- জাহেলী যুগের সকল কিছু আমার পায়ের তলে পিষ্ট হ'ল। জাহেলী যুগের সকল রক্তের দাবী পরিত্যক্ত হ'ল। আমাদের রক্ত সমূহের প্রথম যে রক্তের দাবী আমি পরিত্যাগ করছি, তা হ'ল রাবী'আহ ইবনুল হারেছ বিন আব্দুল মুত্তালিব-এর শিশু পুত্রের রক্ত। যে তখন বনু সা'দ (অন্য বর্ণনায় বনু লাইছ) গোত্রে দুগ্ধ পান করছিল, আর হোযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিল'।

৫] 'জাহেলী যুগের সকল সূদ পরিত্যক্ত হ'ল। আমাদের সূদ সমূহের প্রথম যে সূদ আমি পরিত্যাগ করছি সেটি হ'ল (আমার চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের পাওনা সূদ। যার সবটুকুই বাতিল করা হ'ল।

৬] 'তোমরা নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদেরকে হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের প্রাপ্য হক হ'ল এই যে, তারা তোমাদের বিছানা এমন কাউকে মাড়াতে দেবে না, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা সেটা করে, তবে তোমরা তাদের প্রহার করবে যা গুরুতর হবে না। আর তোমাদের উপরে তাদের প্রাপ্য হক হ'ল উত্তমরূপে খাদ্য ও পরিধেয় প্রদান করা'।

৭] 'আর জেনে রাখ, আমি তোমাদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছি এমন এক বস্তু, যা মযবূতভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। সেটি হ'ল আল্লাহর কিতাব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি- একটি হ'ল আল্লাহর কিতাব এবং অন্যটি হলো তাঁর নবীর সুনাহ'।



৮ 'তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তখন তোমরা কি বলবে? লোকেরা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি সবকিছু পোঁছে দিয়েছেন, (রিসালাতের আমানত) আদায় করেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন'। অতঃপর তিনি শাহাদাত অঙ্গুলি আসমানের দিকে উঁচু করে অতঃপর সমবেত জনমন্ডলীর দিকে নীচু করে বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক' (তিনবার)।

তিনি আরো বলেন-

৯ মুসলিম সেই, যার যবান ও হাত থেকে অন্যেরা নিরাপদ থাকে। আর মুজাহিদ সেই, যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সর্বাশুকভাবে নিয়োজিত করে এবং মুহাজির সেই, যে সকল প্রকার অন্যায় ও পাপকর্ম সমূহ পরিত্যাগ করে'।

১০ 'মনে রেখ, আমি তোমাদের সকলের আগেই হাউষ কাউছারে পোঁছে যাব। আর আমি অন্য সকল উম্মতের মধ্যে তোমাদের আধিক্য নিয়ে গর্ব করব। অতএব তোমরা আমার চেহারাকে কালিমালিপ্ত কর না।

১১ মনে রেখ, আমি অনেককে সেদিন মুক্ত করব এবং অনেকে সেদিন আমার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তখন আমি বলব, 'হে আমার প্রতিপালক! এরা তো আমার সাথী। তিনি বলবেন, তুমি জান না তোমার পরে এরা (ইসলামের মধ্যে) কত বিদ'আত সৃষ্টি করেছিল'। তখন রাসূল (ছাঃ) বলবেন, 'দূর হও দূর হও! যে ব্যক্তি আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছ'।

১২ তিনি বলেন, হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও 'আতীরাহ' (আতীরাহ পরে রহিত করা হয়)।

১৩ 'মনে রেখ, অপরাধের শাস্তি অপরাধী ব্যতীত অন্যের উপরে বর্তাবে না। পিতার অপরাধের শাস্তি পুত্রের উপর এবং পুত্রের অপরাধের শাস্তি পিতার উপর বর্তাবে না'।

১৪ 'জেনে রেখ, শয়তান তোমাদের এই শহরে পূজা পাওয়া থেকে (অর্থাৎ তোমাদের কাফের হওয়া থেকে) চিরদিনের মত নিরাশ হয়ে গেছে। তবে যেসব কাজগুলিকে তোমরা তুচ্ছ মনে কর, সেসব কাজে তার আনুগত্য করা হবে, আর তাতেই সে খুশী থাকবে'।

আরাফার দিনকে 'হজেজ আকবার' বলা হয় এবং শুধু ওমরাকে 'হজেজ আছগার' বলা হয়। তবে প্রসিদ্ধ মতে আরাফা ও জুম'আর দিন একত্রিত হওয়াকে 'হজেজ আকবার' বলা হয়। যেমন মিথ্যা, প্রতারণা, আপোষে ঝগড়া-মারামারি ইত্যাদি। যা পরবর্তীদের মধ্যে ঘটেছিল (মির'আত)। জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, 'কিন্তু শয়তানী প্ররোচনা বাকী থাকবে'।

[১৫] একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'মনে রেখ! এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। অতএব কোন মুসলমানের জন্য তার ভাই-এর কোন বস্তু হালাল নয় কেবল অতটুকু ব্যতীত যতটুকু সে তাকে খুশী মনে দেয়। আর তোমরা যুলুম করো না।

[ উল্লেখ্য যে, আরাফাতের দিন শুক্রবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার সনদ হিসাবে সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত নাযিল হয়। ]

### কুরবানীর দিনের ভাষণ :

এদিন সূর্য ঢলার পর 'আযবা' উটনীর পিঠে বসে কংকর নিষ্ক্ষেপ শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলের উদ্দেশ্যে বলেন,

[১৬] হে জনগণ! 'কালচক্র আপন নিয়মে আবর্তিত হয়, যেদিন থেকে আসমান ও যমীন সৃষ্টি হয়েছে। বছর বারো মাসে হয়। তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। তিনটি পরপর, যুলক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম এবং রজবে মুযার'।

অতঃপর তিনি বলেন-

[১৭] 'সত্বর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার পরে তোমরা পুনরায় 'পথভ্রষ্ট' হয়ে ফিরে যেয়ো না এবং একে অপরের গর্দান মেরো না'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'সাবধান! আমার পরে তোমরা পুনরায় 'কাফের' হয়ে ফিরে যেয়ো না এবং একে অপরের গর্দান মেরো না'।

ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, এটি ছিল উম্মতের জন্য তাঁর অছিয়ত স্বরূপ। এই 'কাফের' অর্থ কর্মগত কাফের অর্থাৎ অবাধ্য। আক্বীদাগত কাফের নয়, যা মুসলমানকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান আনবে ও কিছু অংশে কুফরী করবে'?

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী'। 'হে জনগণ! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি (দু'বার)? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক! আর তোমাদের উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতগণকে কথাগুলি পৌঁছে দেয়। কেননা উপস্থিত শ্রোতাদের অনেকের চাইতে অনুপস্থিত যাদের নিকট এগুলি পৌঁছানো হবে, তাদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি থাকতে পারে'।

১৮ 'হে জনগণ! শুনে রাখ আমার পরে কোন নবী নেই এবং তোমাদের পরে কোন উম্মত নেই। অতএব-

১৯ 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর। রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর। তোমাদের মালের যাকাত দাও। তোমাদের আমীরের আনুগত্য কর। তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ কর'।

### আইয়ামে তাশরীফের (কুরবানির পরের) ১ম দিনের ভাষণ :

জামরায় কংকর নিষ্ক্ষেপের পর ফিরে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

২০ 'যদি তোমাদের উপর নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামও আমীর নিযুক্ত হন, যিনি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তোমরা তাঁর কথা শোন ও মান্য কর'।

### আইয়ামে তাশরীফের (কুরবানির পরের) ২য় দিনের ভাষণ :

২১ 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই আল্লাহ্‌ভীরুতা ব্যতীত'।

২২ এদিন তিনি 'দাজ্জাল'-এর আগমন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

### তিনি উম্মতের উদ্দেশ্যে বলেন-

২৩ 'হে জনগণ! আমি তোমাদের নিকট এমন বস্তু রেখে যাচ্ছি, যা -



মযবৃতভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ'। (এ কথাটি তিনি আরাফার দিনও বলেছিলেন)

### গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ উপদেশগুলো নিম্নরূপ:-

- ১) শিরকী জাহেলিয়াতের সাথে তাওহীদের চিরদিনের মত বিচ্ছেদ ঘোষণা করা
- ২) পরস্পরের জান-মাল ও ইজ্জত পরস্পরের জন্য হারাম ঘোষণা করা।
- ৩) সূদী প্রথাকে চিরতরে হারাম করার মাধ্যমে পুঁজিবাদকে পদদলিত করা।
- ৪) নারী ও পুরুষের পারস্পরিক হক ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা।
- ৫) বিদ'আতী মুসলমানদের হাউজে কাউসারের পানি পান হ'তে বঞ্চিত করা।
- ৬) প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর একটি করে কুরবানী সুনত হওয়া।
- ৭) একজনের পাপভার অন্যে বহন না করা।
- ৮) কাহারো প্রতি যুলুম না করা এবং কেউ খুশীমনে না দিলে তার মাল গ্রহণ না করা
- ৯) সকল মুসলমান ভাই ভাই। মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী ও তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের পরিচর্যার মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে।
- ১০) শাসক বা আমীরের প্রতি অটুট আনুগত্য বজায় রাখা।
- ১১) সকল মানুষের পিতা একজন। অতএব কাহারো উপরে কাহারো কোন প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত। এর মাধ্যমে অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের কল্যাণ কর্মে সহযোগিতার ভিত্তি বর্ণিত হয়েছে।
- ১২) মুসলমান কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না, যতদিন তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে থাকবে। এর মাধ্যমে ইসলামী আইনের মূল উৎস হিসাবে মাত্র দু'টি বর্ণিত হয়েছে, তৃতীয় কোন কিছুকে নয়। এ দু'টিই হ'ল স্থায়ী সমাধান ও শান্তির উৎস।
- ১৩) কুরআন ও সুন্নাহর বাণী সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া অপরিহার্য কর্তব্য।

উপরে বর্ণিত প্রত্যেকটি বিষয় মানুষের জীবনে চিরন্তন কল্যাণের দিশারী। এটি শুধুমাত্র ঈমানদার কিংবা মুসলমানদের জন্যই কল্যাণকর বাণী নয় বরং সমগ্র বিশ্ববাসির জন্য এটি শান্তির পয়গাম। আল্লাহ আমাদেরকে এগুলি পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার তাওফীক দান করুন- আমীন।

# Prophet Sallallaahu Alayhi Wa Sallam(PBUH) Farewell Hajj Speech(10th Hijri)

BANGLA EDITION

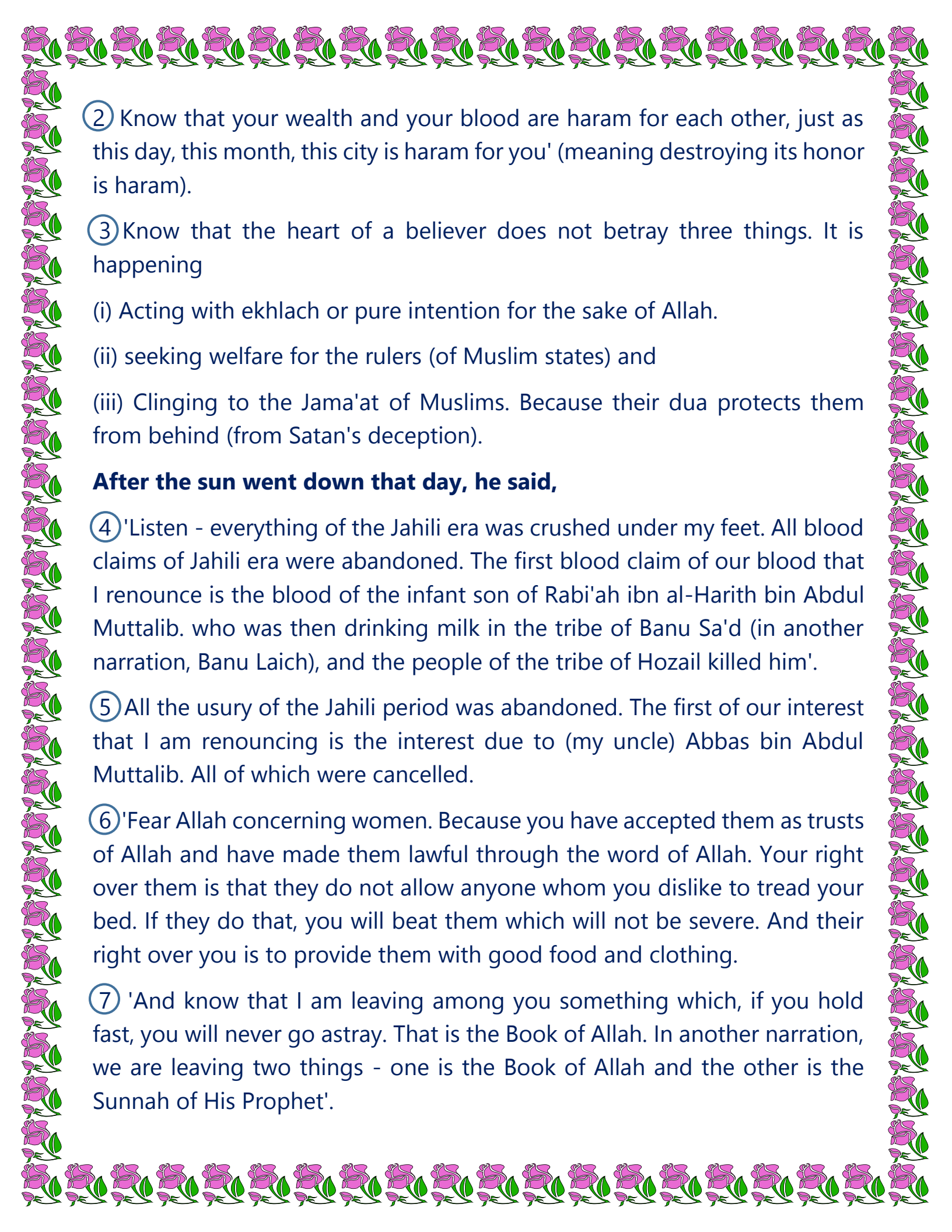
In the 10th Hijri year i.e. 632 AD, the Prophet, may God bless him and grant him peace, performed the last Hajj of his life. Which is known as Biday Hajj. Lakhs of companions were present in the Hajj. On the occasion of Hajj in the presence of such a large number of companions, the important speech that he gave on various days including Arafar is called Farewell Hajj Speech. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was not only a great leader, he was the last prophet, world prophet and the greatest messenger.

The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) had a firm belief that the Hajj would be the last Hajj of his life and the last World Conference. That is why the Farewell Hajj speech was a permanent direction for the human race until the Day of Judgment. In the previous year (in 9 A.H.) polytheists were forbidden to enter the holy land of Mecca during Hajj. As a result, he performed the Hajj in a polytheist-free environment and he himself was the Amir and instructor of this Hajj ceremony.

In this Hajj, he warned the Ummah about several things at different times in the Maidan of Arafat and in Mina. It is not only a warning but an eternal beacon of guidance for the world humanity including the Muslim Ummah.

**In his speech on the day of Arafah, the Prophet (PBUH) said:**

- ① 'O people! By Allah, I don't know if I will ever be able to meet you again in this place after today. So may Allah have mercy on that person who listens to me today and remembers it. Because many bearers of knowledge are not themselves wise (he carries knowledge to others) and many bearers of knowledge carry knowledge to those who are more knowledgeable than him.



② Know that your wealth and your blood are haram for each other, just as this day, this month, this city is haram for you' (meaning destroying its honor is haram).

③ Know that the heart of a believer does not betray three things. It is happening

(i) Acting with ekhlach or pure intention for the sake of Allah.

(ii) seeking welfare for the rulers (of Muslim states) and

(iii) Clinging to the Jama'at of Muslims. Because their dua protects them from behind (from Satan's deception).

**After the sun went down that day, he said,**

④ 'Listen - everything of the Jahili era was crushed under my feet. All blood claims of Jahili era were abandoned. The first blood claim of our blood that I renounce is the blood of the infant son of Rabi'ah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. who was then drinking milk in the tribe of Banu Sa'd (in another narration, Banu Laich), and the people of the tribe of Hozail killed him'.

⑤ All the usury of the Jahili period was abandoned. The first of our interest that I am renouncing is the interest due to (my uncle) Abbas bin Abdul Muttalib. All of which were cancelled.

⑥ 'Fear Allah concerning women. Because you have accepted them as trusts of Allah and have made them lawful through the word of Allah. Your right over them is that they do not allow anyone whom you dislike to tread your bed. If they do that, you will beat them which will not be severe. And their right over you is to provide them with good food and clothing.

⑦ 'And know that I am leaving among you something which, if you hold fast, you will never go astray. That is the Book of Allah. In another narration, we are leaving two things - one is the Book of Allah and the other is the Sunnah of His Prophet'.



⑧ 'You will be asked about me. What will you say then? The people said, 'We bear witness that you have delivered everything, collected (the deposit of the message) and given advice'. Then he raised his shahadat finger towards the sky and then lowered it towards the assembled crowd and said, 'O Allah! You are a witness' (thrice).

**He also said-**

⑨ A Muslim is one from whose tongue and hands others are safe. And the Mujahid is the one who devotes himself fully to the obedience of Allah and the Muhajir is the one who abandons all kinds of wrongdoing and sins.

⑩ 'Remember, I will reach Hauz Kaushar before all of you. And I will boast of your superiority among all other Ummahs. Therefore do not tarnish my face.


⑪ Remember, I will free many on that day and many will be freed from me on that day. Then I will say, 'O my Lord! They are my friends. He will say, You do not know how many innovations they created (in Islam) after you. Then the Prophet (peace be upon him) will say, 'Go away, go away! The person who changed my religion after me'.

⑫ He said, O people! Surely one Qurbani and 'Athirah' (Athirah is later abrogated) is imposed on every family every year.

⑬ 'Remember, the punishment of the crime will not fall on anyone but the criminal. The guilt of the father shall not be upon the son, nor the guilt of the son upon the father.

⑭ 'Know, Shaytaan is disappointed forever from your being worshiped in this city (i.e. from your disbelief). But those things which you despise, he will be obeyed, and in that he will be happy.

The day of Arafah is called 'Hajj Akbar' and only Umrah is called 'Hajj Achgar'. However, according to popular belief, the confluence of Arafah and Jumu'ar is called Hajj Akbar. Such as lying, cheating, compromise fights etc.



That which happened among the latter (mir'at). In the narration of Jaber (RA), "But the satanic temptation will remain".

⑮ In another narration by the same Rabbi, 'Remember! A Muslim is the brother of another Muslim. Therefore, for a Muslim, nothing belonging to his brother is lawful except as much as he pleases him. And do not oppress.

[Note that on the eve of Friday evening on the day of Arafat, Surah Ma'idah 3 verses were revealed as a proof of the perfection of Islam. ]

### **Speech on the Day of Sacrifice:**

On this day, after the sun set, Azba sat on the camel's back and after throwing pebbles, the Messenger of Allah (pbuh) said to everyone,

⑯ O people! The cycle of time revolves according to its own rules, from the day when the heavens and the earth were created. Year consists of twelve months. Four of them are prohibited months. Three consecutive, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah and Muharram and Rajab Muzar'.

### **Then he said:**

⑰ You will soon be reunited with your Lord. Then he will ask about your deeds. Be careful! Do not go back 'astray' after me and kill each other's necks'. In another description, 'Caution! Do not turn back after me as 'disbelievers' and do not kill each other's necks'.

Ibnu Abbas (RA) said, This was his form of absence for the Ummah. This 'kafir' means active kafir ie disobedient. Not creedal disbelief, which disqualifies a Muslim from Islam. As Allah says, 'Will you believe in some parts of the Book and disbelieve in some parts'?

The Prophet (peace be upon him) said, "Abusing a Muslim is adultery and fighting him is kufr." O people! Have I conveyed to you (twice)? People said yes. The Prophet (pbuh) said, O Allah! You are a witness! And let those who are present convey the words to those who are absent. for there may be -

wiser persons among those to whom they are to be reached, than many of the absent audience present'.

⑱ O people! Listen, there is no prophet after me and there is no Ummah after you. therefore-

⑲ 'Fear your Lord Allah. Pray five times. Observe the fasting of the month of Ramadan. Give Zakat on your goods. Obey your Amir. Enter the Paradise of your Lord.

### **Speech on the 1st day of Tashriq (after Qurbani) in Ayyam:**

After throwing pebbles at Jamra, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) returned and said:

⑳ "If there is appointed over you a black slave with cut off ears and nose, who guides you according to the Book of Allah, listen to him and obey him."

Speech on the 2nd day of Tashriq (after Qurbani) in Ayyam:

㉑ 'O people! Surely your Lord is One. You have only one father. Remember! There is no superiority for an Arab over a non-Arab, for a non-Arab over an Arab, for red over black, and for black over red, except in the fear of Allah.

㉒ On this day he discussed in detail about the arrival of 'Dajjal'.

### **He said to the Ummah:**

㉓ 'O people! I leave with you things which -

If you hold fast you will never go astray. The Book of Allah and the Sunnah of His Prophet. (He also said this on the day of Arafah)



## Important and significant advices are as follows:-

- 1 Declaring the eternal separation of Tawheed with Shirky Jahiliyyah
- 2 Declaring each other's life and property and honor haram for each other.
- 3 Trampling capitalism by banning usury forever.
- 4 To keep the mutual rights and respect of men and women intact.
- 5 Depriving heretical Muslims to drink water from Kausar in their houses.
- 6 To perform one Qurbani Sunnah on each family every year.
- 7 Not to bear the burden of one's sins to another.
- 8 Not to oppress anyone and not to take his wealth unless he gives willingly
- 9 All Muslims are brothers. Abusing a Muslim is Faseki and fighting him is Kufr. Through this, the principle of care of the Muslim society has been announced.
- 10 To maintain unwavering loyalty to the ruler or Amir.
- 11 The father of all men is one. Therefore, there is no superiority of anyone over anyone except the fear of God. Through this, the basis of cooperation of Muslims with non-Muslims in welfare work is described.
- 12 Muslims will never go astray as long as they hold fast to the Book of Allah and the Sunnah of His Prophet. Thereby, only two are described as the main sources of Islamic law, and no third. Both are the source of permanent solution and peace.
- 13 It is an essential duty to convey the message of the Qur'an and Sunnah everywhere.

Each and every thing mentioned above is the direction of eternal welfare in human life. It is not only a good message for believers or Muslims but it is a message of peace for the whole world. May Allah grant us tawfiq to follow them perfectly - Ameen.

[GO TOP](#)